## শব্দ

দীপক লাহিড়ী

আচম্বিৎ স্তব্ধতার মধ্যে পাতা খসার আওয়াজ
পৃথিবী কেমন যেন মায়াময় মনে হলো মেয়েটির
তার নতজানু ভঙ্গি কপালে আলস্যে পড়ে থাকা চুলের গোছা
সূর্যকিরণের তপ্ত আভা আনত মুখে
মাঝে মাঝেই সে ফিরে যাবার কথা বলে
কোনো পথশ্রমে ক্লান্ত পথিক বিশ্রামের স্বপ্ন দ্যাখে
কখনও হঠাৎ একটা মায়াবী নদীকে স্বপ্নে ফিরে পায়
কৈশোর জলছাপের মধ্যে তা ক্রমাগত বইতে থাকে
তার দুকুল জুড়ে গাছগাছালির ফাঁকে এক নির্দিষ্ট দিকে
উঁকি মারছে বসবাসভূমি চাষ আবাদ ঘর গেরস্থলি
তার সঘন অহংকারে কেঁপে উঠছে বাতাস
ঢেউ ফুলছে হলুদ জলের বুকে ভেসে যাচ্ছে নৌকো
কোন সমুদ্রের দূরতর দূরতম অসীমে মিলতে চলেছে
দিন থেকে রাত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যায় কালের মাত্রায়
মেঘ আর চাঁদের দোলায় ক্রমাগত বয়ে চলে স্রোত
গভীরে কে হাতছানি দিচ্ছে বারবার সে কী নীরবতা
অপার্থিব রহস্যঘন দোলাও আমাকে দোলাও

## চর

সনৎ সেন

জলের গভীর থেকে
ধীরে ধীরে জেগে উঠছে
এক চর

তার পাঁক গন্ধ, শেওলা-সবুজ
বুকে শামুক-হ্লাদিত সময়
সে উপুড় হয়ে আছে
আর পিঠ দিয়ে শুষে নিচ্ছে
সহস্র যোজন দূরের তির্যক কিরণ
জলের জীবন

ভিন রাজ্যের নাবিক আমি
ক্ষণিক শ্বাস নেবো
নির্জনে বসতি বানাবো
নোনতা আস্বাদে
তোমারই দীপে
যদি কোনোদিন আশ্বাস পাই
একা নক্ষত্র আলোয়।